৪৩

প্রথম আলো

তারিখ AUG. 29 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

সম্পাদকীয়

সাংসদের শিক্ষক নিয়োগ

এ প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না

রাজনৈতিক চাপ আর হস্তক্ষেপে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দশা এখন বিপর্যস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে আর কিছুই যেন কার্যকর নেই; আইন, নিয়মনীতি সবই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। লালমাটিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে স্থানীয় সাংসদের কার্যকলাপ পরিস্থিতি কতটা শোচনীয় তার চিত্রকেই তুলে ধরছে।

যেকোনো কলেজে শিক্ষক নিয়োগের কিছু নিয়মনীতি আছে। কিন্তু লালমাটিয়া কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় সাংসদ অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ এর কিছু মানছেন না। তিনি সবই করছেন তার খেয়ালখুশিমতো। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞেরা করবেন এটাই নিয়ম। কিন্তু প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিয়ে এসেছেন তিনি নিজেই। 'গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতার' স্বার্থে নাকি তিনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা নেওয়া ও খাতা দেখার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন।

সাংসদ নিজে যা-ই দাবি করুক না কেন, এ ব্যাপারে তার এত সক্রিয় ভূমিকা বা সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার কারণ বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অভিযোগ উঠেছে, কিছু প্রার্থীর নিয়োগ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এ ধরনের একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দেওয়া হলে এ ধরনের অভিযোগ উঠবেই। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তদবির ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি, নম্বর নির্ধারণ ও খাতার মূল্যায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। লালমাটিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্যোগ ছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে দশজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজে কলেজে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের সে দায়িত্ব পালন করতে দেননি স্থানীয় সাংসদ। গায়ের জোরে এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি বিশেষজ্ঞদের অপমান করতেও ছাড়েননি। এমনকি ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিটি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করার জন্য বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান প্রয়োজন। সাংসদ মাহবুব আইনজীবী হতে পারেন, কিন্তু তিনি কি একই সঙ্গে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন?

বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ এর সঙ্গে আইন ও নিয়মনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। একজন আইনজীবী সাংসদের কাছ থেকে এ ধরনের বেআইনি কাজ প্রত্যাশিত নয়। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নিয়ম অনুযায়ী